গঠনতন্ত্র
বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশন

ধারা -	১	ঃ	শিরোনাম,সংজ্ঞা ও পরিচিতি
ধারা -	২	ঃ	ফেডারেশনের পতাকা ও মনোগ্রাম
ধারা -	৩	ঃ	কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি
ধারা -	৪	ঃ	সংজ্ঞা স্বীকৃতি
ধারা -	৫	ঃ	কার্যপরিধি
ধারা -	৬	ঃ	এফিলিয়েটেড সংস্থাসমূহ
ধারা -	৭	ঃ	সাধারণ পরিষদে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা
ধারা -	৮	ঃ	সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা
ধারা -	৯	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদ
ধারা -	১০	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব
ধারা -	১১	ঃ	কার্যনিবাহী পরিসদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি
ধারা -	১২	ঃ	তহবিল ও হিসাব নিরীক্ষা
ধারা -	১৩	ঃ	সদস্যপদ বাতিল
ধারা -	১৪	ঃ	শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
ধারা-	১৫	ঃ	গঠনতন্ত্র অকার্যকর

বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশন

বঙ্গবন্ধু ষ্টেডিয়াম,ঢাকা।

গঠণতন্ত্র (Constitution)

সংশোধিত (Revised)

ধারাঃ ১ ঃ শিরোনাম সংজ্ঞা ও পরিচিতি

১.১ নাম

"বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশন" নামে এই ফেডারেশন পরিচিত হবে।

১.২ সংক্ষিপ্ত নামঃ ফেডারেশনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে " বিজিএফ" (B.G.F)

১.৩ মর্যাদা ঃ জিমন্যাস্টিকস্ কর্মকান্ডের সর্বোচ্চ সংস্থা "বিজিএফ"

১.৪ অধিভুক্ত সংস্থা (Affiliated Unit) ঃ বি,জি,এফ এর ক্রীড়া কর্মকান্ডের সাথে বৈধভাবে জড়িত থাকাকে বুঝাবে অধিভুক্ত সংস্থা।

১.৫ সাধারণ পরিষদ (General Council) ঃ সাধারণ পরিষদ বলতে বুঝাবে ফেডারেশনের অধিভুক্ত সকল সংস্থা সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ।

১.৬ কার্যনির্বাহী পরিষদ (Executive Council) ঃ কার্য্যনির্বাহী পরিষদ বলতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত কমিটিকে বুঝাবে।

১.৭ ফেডারেশনের সদস্য ঃ ফেডারেশনের সদস্য বলতে কেবল মাত্র কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের বুঝাবে।

১.৮ কমিটি ঃ কমিটি বলতে ফেডারেশনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত নির্বাহী কমিটির অধীনস্ত সব কমিটিকে বুঝাবে।

১.৯ ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয় হবে ঢাকায়।

ধারাঃ ২ ঃ ফেডারেশনের পতাকা ও মনোগ্রাম ঃ

২.১ বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা থাকবে। পতাকা হবে হালকা নীল রং এর কাপড়ের উপর সবুজ ও লাল রং এর পোষাক পরিহিত হ্যান্ড ষ্ট্যান্ড এর একটি ফিগার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে জাতীয় পতাকার অনুপাতে।

২.২ ফেডারেশনের নিজস্ব লগো থাকবে। মনোগ্রাম হবে- একজন জিমন্যাস্টের ওয়ান হ্যান্ডষ্ট্যান্ড ফিগার-যার পরনে থাকবে সবুজ রং-এর জিম কষ্টিউম ও লাল রং এর গেঞ্জি।

ধারাঃ ৩ ঃ কার্যক্রমের আওতা ও পরিধি।

সমগ্র বাংলাদেশের জিমন্যাষ্টিকস্ কার্যক্রম বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশনের আওতাভুক্ত থাকবে।

ধারা - ৪ সংজ্ঞা ও স্বীকৃতিঃ

৪.১। এই ফেডারেশন এশিয়ান জিমন্যাস্টিকস্ ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশনের সাথে সংযোগ রক্ষা করবে এবং যথা নিয়মে নিবন্ধন (affiliation) বজায় রাখবে।

৪.২। এই ফেডারেশন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতি গ্রহণ করবে ও বজায় রাখবে এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়শের সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রাখবে।

৪.৩। এই ফেডারেশন খেলার সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যে কোন ক্রীড়া সংস্থাকে আওতাভুক্ত করতে পারবে।

মোঃ আহসানুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক

৪.৪। এই গঠনতন্ত্রের ক্রীড়া/খেলা বা ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড় বলতে জিমন্যাস্টিকস্ খেলোয়াড়/সংগঠক বুঝাবে।

ধারাঃ ৫ ঃ <u>কার্যপরিধি ঃ</u>

৫.১। জিমন্যাস্টিকসের যাবতীয় কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে প্রসার, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা।

৫.২। আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক ফেডারেশন থেকে স্বীকৃতি গ্রহণ, কংগ্রেস, সভা, সেমিনারে অংশ গ্রহণ।

৫.৩। বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে জিমন্যাস্টিকস্ এ স্বীকৃতি প্রদান।

৫.৪। জিমন্যাস্টিকসের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরী করা।

৫.৫। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, ইত্যাদির আয়োজন করা।

৫.৬। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৫.৭। দরিদ্র ও খ্যাতনামা জিমন্যাস্ট এবং অন্যান্য ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট দুঃস্থ ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠন, ক্রীড়া লেখক ও ক্রীড়া সাংবাদিকদের কল্যাণে সহায়তা করা।

৫.৮। সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠণ সমুহকে সম্ভাব্য মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান।

৫.৯। সংশ্লিষ্ট খেলার উপর বই,পত্রিকা,স্মরণিকা প্রকাশ ও প্রস্থাকার স্থাপন।

৫.১০।জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ।

৫.১১। সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠণ/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃংখলার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৫.১২।বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠণ এবং তার কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।

৫.১৩।আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, যথাযথ অনুসরণ এবং যথাসময়ে নিবন্ধিকরণ চাঁদা প্রদান।

ধারাঃ ৬ ঃ এফিলিয়েটেড সংস্থাসমূহ ঃ

৬ঃ১ জাতীয় পর্যায়ে জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সংস্থা সমূহ বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশনের সাথে এফিলিয়েটেড থাকবে।

(এক) সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা
(দুই) সকল জেলা ক্রীড়া সংস্থা
(তিন) সকল সার্ভিসেস দল
(চার) সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
(পাঁচ) সকল শিক্ষা বোর্ড
(ছয়) সকল স্ব-শাসিত সংস্থা
(সাত) বিকেএসপি
(আট) বাংলাদেশ রেলওয়ে
(নয়) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

৬ঃ২ এসব সংস্থাসমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করবে। নির্ধারিত সময়ে চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে এফিলিয়েশন নবায়ন করা যাবে।

ধারাঃ ৭ ঃ <u>সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ</u>

ফেডারেশনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবে একটি সাধারণ পরিষদ থাকবে। এই পরিষদ নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবেঃ

ক) বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও সার্ভিসেস দলের একজন করে প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য অর্থাৎ কাউন্সিলর হতে পারবেন এবং নির্বাচনের সময় ভোট প্রদান করতে পারবেন। তবে যে বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তার পূর্ববর্তী চার বছরে কমপক্ষে দু'বার যেসব বিভাগীয়/জেলা ক্রীড়া

মোঃ আহমেদুর রহমান

সংস্থা কিংবা সার্ভিসেস দল জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে শুধুমাত্র সেসব দলের প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারবেন ।

খ) যে সব দল দু'বার মহানগরী জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে অথবা যেসব দল একবার মহানগরীসহ কমপক্ষে চারবার ফেডারেশন আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে সেসব দলের একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে পারবেন। সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখতে হলে মহানগরী দল সমূহকে যে বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তার পূর্ববর্তী চার বছরে ফেডারেশন আয়োজিত কমপক্ষে দু'টি মহানগরী জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতা ছাড়াও চারটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ থাকতে হবে। কোন দলকে মহানগরী জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে ফেডারেশন আয়োজিত কমপক্ষে চারটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ থাকতে হবে।

গ) মহানগরী জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতায় কমপক্ষে একবার চ্যাম্পিয়ান হওয়া ছাড়াও ফেডারেশন আয়োজিত বিভিন্ন জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এমন দলকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সর্বসম্মতি অনুমোদন সাপেক্ষে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

ঘ) জিমন্যাস্টিকসের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদানের বিষয়টি বিবেচনায় এনে সংশ্লিষ্ট খেলায় প্রাক্তন খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়াসংগঠক/ পৃষ্ঠপোষক, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্য থেকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত পাঁচজন প্রতিনিধি থাকবে।

ঙ) জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে সাধারণ পরিষদে ১জন প্রতিনিধি থাকবে।

চ) নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাধারণ পরিষদে সরাসবি প্রতিনিধি (কাউন্সিলর) থাকবেন।

(ছ) বিশ্ব ও এশিয়ান জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিতে কার্যরত বাংলাদেশী প্রতিনিধি তার কার্যকালীন সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের কাউন্সিলার থাকবেন।

(জ) জিমন্যাস্টিকস্ খেলার জাজেস/রেফারী এসোসিয়েশন-এর ১জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(ঝ) ক্লাব সমূহের ন্যায় এফিলিয়েটেড হয়ে সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হবেন। (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)।

(ঞ) জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার প্রাপ্ত ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়া বিদ/সংগঠক সরাসবি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ধারা ঃ ৮ ঃ <u>সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা</u>

৮.১। সাধারণ পরিষদের ৩(তিন) ভাগের ২(দুই) ভাগ সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের যে কোন ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন,সংশোধন বা বাতিল করা যাবে।

৮.২। সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করবে। সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং কোষাধ্যক্ষ ফেডারেশনের বিগত বছরের হিসাব নিরীক্ষা সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

মোঃ আহমেদুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক

নির্বাচন ঃ

৮.৩। প্রতি ৪(চার) বছর অন্তর (কাউন্সিলর/ভোটার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সাধারণ পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। সহ সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক এবং সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা ভোট প্রাপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

৮.৪। একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

৮.৫। নির্বাচনের তারিখ অন্তত ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানাতে হবে।

৮.৬। কোন পদের জন্য একাধিক প্রার্থী সমান ভোট পেলে ঐ পদের জন্য পূণ নির্বাচন হবে।

৮.৭। নির্বাচন ইশতেহার ঘোষিত হওয়ার অনধিক ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

৮.৮। ফেডারেশনের অনুরোধে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি ও উপ বিধি প্রণয়ন করে নির্বাচন পরিচালনা করবে।

৮.৯। নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় ফেডারেশন বহণ করবে।

৮.১০। নব নির্বাচিত কমিটির নিকট নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী পরিষদ সকল দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। অন্যথায় ১৬(ষোল)তম দিন থেকে নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে বলে গণ্য হবে।

৮.১১। এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যে বিধান থাকুক না কেন নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন বোধে সাধারণ সভা ব্যতীরেকেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবে।

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ঃ

৮.১৩। প্রতি দুই বছরের মধ্যে কমপক্ষে একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৮.১৪।২১(একুশ) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।
কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদের অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠণতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা, সংস্থা এবং ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) সাধারণ সভার ২১ (একুশ) দিন পূর্বে সম্পন্ন করবে।

৮.১৫।আলোচ্যসূচীর যে কোন সিদ্ধান্ত (সংবিধান ব্যতীত) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে হবে।

৮.১৬।মোট সদস্যের চার ভাগের এক ভাগ সদস্যের উপস্থিতি সভার 'কোরাম' হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

ধারা ঃ ৯ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ

পদবী	সংখ্যা	মন্তব্য
সভাপতি	১	(সরকার কর্তৃক মনোনীত)
সহ সভাপতি	৪	নির্বাচিত
সাধারণ সম্পাদক	১	ঐ
যুগ্ম সম্পাদক	২	ঐ
কোষাধ্যক্ষ	১	ঐ
সদস্য	১৪	ঐ
সদস্য	২জন	(জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)
মোট	২৫ জন	

ধারা-১০ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ঃ

১০.১ ।ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত সভায় মিলিত হবে।

১০.২ ।ফেডারেশনের সকল সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

১০.৩ ।ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১০.৪ ।অধিভূক্ত সকল সংস্থা ও সদস্যদের শৃঙ্খলা ভংগের বিধান করবে এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করবে।

১০.৫ ।ফেডারেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠণ করবে এবং কমিটি ও উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্য রাখবে।

১০.৬ ।কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

১০.৭ ।প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার আয়োজন করা যাবে।

১০.৮। সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ

ক) ২১ (একুশ) দিন পূর্বে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

খ) কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

গ) কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে কমিটি ও উপ-কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপ-কমিটির জরুরী সভা ২৪ ঘন্টার নোটিশে করা যাবে।

ঙ) জরুরী সভায় কোরামের প্রয়োজন হবে না।

১০.৯। সভার কোরাম ঃ

ক) কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপ-কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি সভা অনুষ্ঠানের "কোরাম" বলে বিবেচিত হবে। তবে সাধারণ পরিষদের কোরাম হবে চার ভাগের একভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে।

খ) বর্ধিত সভা এবং মুলতবী সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

গ) যে কোন জরুরী সভার ক্ষেত্রেও কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা-১১ ঃ নির্বাহী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ঃ

১১.১ সভাপতি ঃ

ক) তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

খ) কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি নিজের অধিকার ভোট প্রদান করতে পারবেন।

গ) ফেডারেশনের সার্বিক পরিচালনা, দিক দর্শন প্রদান এবং সরকারী অনুদান ছাড়াও পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবেন।

ঘ) তিনি সাধারণ সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষের সাথে সাথে যৌথভাবে ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১১.২ঃ সহ-সভাপতি ঃ

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সাধারণ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

খ) সভাপতি ও সহ-সভাপতি অনুপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যকে সভাপতি নির্বাচন করে সভা পরিচালনা করা যাবে।

১১.৩ঃ সাধারণ সম্পাদক ঃ

ক) তিনি ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং সভাপতির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

খ) তিনি সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করে সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী কমিটির সভা আহবান করবেন। তিনি সভার কার্যবিবরণীতে সভাপতির স্বাক্ষর গ্রহণ এবং পরবর্তী সভায় লিপিবদ্ধ করবেন এবং পরবর্তী সভায় নিশ্চিতিকরণের জন্য উপস্থাপন করবেন।

গ) তিনি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

ঘ) তিনি ফেডারেশনের কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

ঙ) তিনি সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ এর সঙ্গে যৌথভাবে ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

চ) জরুরী খরচ মিটানোর জন্য তিনি অনুর্দ্ধ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র প্রয়োজনে হাতে রাখতে পারবেন এবং খরচ শেষে অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।

ছ) তিনি সকল কমিটিতে এক্সঅফিসিও সদস্য হবেন।

১১.৪ ঃ যুগ্ম সম্পাদক ঃ

(ক) যুগ্ম সম্পাদক সাধারন সম্পাদকের সকল কাজে সহযোগিতা করবেন।

(খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

১১.৫ ঃ কোষাধ্যক্ষ ঃ

ক) তিনি ফেডারেশনের পক্ষে সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা দিবেন এবং ফেডারেশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করবেন।

খ) অডিট কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব তিনি সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

গ) তিনি ফেডারেশনের তহবিলের রক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ) তিনি সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ধারাঃ ১২ ঃ ফেডারেশনের তহবিল ও হিসাব নিরীক্ষা ঃ

ক) সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জাতীয় অলিম্পিক কমিটি হইতে প্রাপ্ত অনুদান, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত চাঁদা/দান এবং টিকেট, বিজ্ঞাপন হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা, প্রতিযোগিতার এ্যাফিলিয়েশন হতে প্রাপ্ত অর্থ হবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস।

মোঃ আহমেদুর রহমান

খ) ফেডারেশনের তহবিল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদিত যে কোন সিডিউল ব্যাংকে রক্ষিত থাকবে।

গ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের মধ্যে যে কোন দু'জনের স্বাক্ষরে ফেডারেশনর ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

ঘ) প্রতি অর্থ বছর শেষে সরকার অনুমোদিত নিরীক্ষা ফার্ম কর্তৃক ফেডারেশনের আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে।

ঙ) ফেডারেশনের অর্থ বছর ১লা জুলাই হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত গণ্য করা হবে।

ধারা ঃ ১৩ ঃ সদস্যপদ বাতিল ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পূর্ব যোগাযোগ বা অনুমতি ব্যতীত যদি পর পর তিনটি কার্যকরী সভায় অনুপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠের সম্মতিতে তার সদস্যপদ বাতিল করা এবং তার স্থলে নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত (কো-অপ্ট) করা যাবে। তবে তৃতীয় সভায় অনুপস্থিতির সাথে সাথে সাধারণ সম্পাদক লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জানাবেন। অন্য কোন কারণেও কোন পদ খালি হলে অনুরূপভাবে সেই পদ পূরণ করা যাবে।

ধারা ঃ ১৪ ঃ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাঃ

ফেডারেশনের কোন সদস্য যদি তহবিল তছরপ করেন, ফেডারেশনের স্বার্থ বিরোধী কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় সে ক্ষেত্রে তিনি সদস্য পদ হারাবেন। এমনকি প্রয়োজনে (যদি কার্যকরী পরিষদ মনে করে) তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থা ফেডারেশন গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা ঃ ১৫ ঃ গঠনতন্ত্র অকার্যকর ঃ

ক) এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পুর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ) অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতোপুর্বে আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবেনা।

---o---

মোঃ আহমেদুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক